সমকাল
28 JUN 2026

ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতে আমরা ১২টি নতুন পণ্য চালু করেছি

মোসলেহ্ উদ্দীন আহমেদ
এমডি, শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক

সা ক্ষা ৎ কা র

সমকাল: এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য অর্থায়নের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা কী? শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ কোনো সুবিধা দিচ্ছে?

মোসলেহ্ উদ্দীন আহমেদ: এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য অর্থায়নের ক্ষেত্রে জামানত-সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা, পর্যাপ্ত ব্যবসায়িক তথ্যের অভাব, আর্থিক ব্যবস্থাপনা সক্ষমতার ঘাটতি এবং বাজার অনিশ্চয়তা অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে নতুন ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অনেকেরই পর্যাপ্ত স্থাবর সম্পদ না থাকায় জামানতনির্ভর অর্থায়ন ব্যবস্থায় প্রবেশ কঠিন হয়ে পড়ে। শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক ব্যবসার সম্ভাবনা, নগদপ্রবাহ, উদ্যোক্তার সক্ষমতা ও ব্যবসায়িক পরিকল্পনার ভিত্তিতে অর্থায়ন মূল্যায়নের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। ব্যাংক ইতোমধ্যে ব্যাংক স্টেটমেন্ট মূল্যায়নের ভিত্তিতে 'প্রাপ্তি' নামক অর্থায়ন সুবিধা চালু করেছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট গ্যারান্টি সুবিধার সহায়তায় জামানতবিহীন প্রায় ২৪৮ জন গ্রাহকের অনুকূলে ব্যাংক ইতোমধ্যে ২১ কোটি ৮১ লাখ টাকা বিনিয়োগ সুবিধা দিয়েছে। একই সঙ্গে অর্থায়ন ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে রাখা, সহজ শর্তে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান এবং উদ্যোক্তাবান্ধব সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এসএমই খাতকে আরও গতিশীল করার উদ্যোগ নিয়েছি আমরা। সম্প্রতি উদ্যোক্তাদের- বহুমাত্রিক প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা অর্থায়নের জন্য ১২টি নতুন এসএমই প্রডাক্ট চালু করেছি।

সমকাল: ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এসএমই ঋণ কার্যক্রম বর্তমান চাহিদা কতটা পূরণ করতে পারছে বলে আপনি মনে করেন?

মোসলেহ্ উদ্দীন আহমেদ: বাংলাদেশের এসএমই খাতে এখনও উল্লেখযোগ্য অর্থায়ন ঘাটতি রয়েছে। ঘাটতি পূরণে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা আরও সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে। তবে বর্তমানে ব্যাংকিং খাত আগের তুলনায় এসএমই অর্থায়নে বেশি সক্রিয় হয়েছে এবং উদ্যোক্তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন পণ্য ও সেবা চালু করছে। শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি এসএমই অর্থায়নকে শুধু বিনিয়োগ বিতরণের কার্যক্রম হিসেবে নয়, বরং উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি কৌশলগত প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বিবেচনা করে। ২০২৫ সালে ব্যাংক চার হাজার ৫৫৪ জন নতুন গ্রাহকের অনুকূলে ৭৩৬ কোটি টাকার এসএমই বিনিয়োগ সুবিধা দিয়েছে। এর মধ্যে ২৭৭ জন নারী উদ্যোক্তার অনুকূলে ৫৬ কোটি টাকা এবং গ্রামীণ অঞ্চলের এক হাজার ৮০৮ জন উদ্যোক্তার অনুকূলে ৫৬০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। চাহিদা ও জোগানের মধ্যে এখনও যে ঘাটতি রয়েছে, তা দূর করতে শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

মোসলেহ্ উদ্দীন আহমেদ

সমকাল: নারী, তরুণ ও নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য অর্থায়ন সহজ করতে কী ধরনের নীতিগত পরিবর্তন প্রয়োজন?

মোসলেহ্ উদ্দীন আহমেদ: নারী, তরুণ ও নতুন উদ্যোক্তারা দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি। তাদের জন্য অর্থায়ন সহজ করতে জামানত নির্ভরতার পরিবর্তে উদ্যোক্তার ব্যবসায়িক সম্ভাবনা, দক্ষতা, উদ্ভাবনী ধারণা ও নগদ প্রবাহের ওপর ভিত্তি করে অর্থায়ন কাঠামো আরও সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। পাশাপাশি আর্থিক সাক্ষরতা, ব্যবসায়িক প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল দক্ষতা উন্নয়ন এবং বাজার সংযোগ তৈরিতে সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক নারী ও তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে বিনিয়োগ সুবিধা, দ্রুত প্রসেসিং, উদ্যোক্তাবান্ধব সেবা এবং নিবেদিত সার্ভিস ডেস্কের মাধ্যমে সহায়তা দিচ্ছে। ব্যাংক ইতোমধ্যে নারী ও নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য 'প্রত্যয়ী' ও 'প্রথম উদ্যোগ' নামক বিশেষ বিনিয়োগ সুবিধা চালু করেছে, যা তাদের আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তি ও ব্যবসা সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। এ ছাড়া সহজ শর্তে ও স্বল্প মুনাফায় নারী উদ্যোক্তাদের ও তরুণ/স্টার্ট-আপ উদ্যোক্তাদের পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় বিনিয়োগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

সমকাল: এসএমই খাতকে রপ্তানিমুখী করতে কোন ধরনের আর্থিক ও নীতিগত প্রণোদনা সবচেয়ে কার্যকর হতে পারে?

মোসলেহ্ উদ্দীন আহমেদ: বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের অভাবনীয় সাফল্য আমাদের দেখিয়েছে যে সঠিক নীতিগত সমর্থন পেলে একটি খাত কতটা বড় হতে পারে। এখন সময় এসেছে আমাদের সম্ভাবনাময় এসএমই খাতকে বিশ্ববাজারে নিয়ে যাওয়ার। চামড়াজাত পণ্য, হালকা প্রকৌশল, পাটজাত ও হস্তশিল্প, প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য এবং আইটি খাতের মতো অসংখ্য এসএমই উপখাতের আন্তর্জাতিক বাজারে যুক্ত হওয়ার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এসএমই খাতকে রপ্তানিমুখী করতে হলে অর্থায়নের পাশাপাশি উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পণ্য তৈরি, বাজার সংযোগ এবং প্রযুক্তি গ্রহণের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

সমকাল: আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের এসএমই পণ্যের প্রতিযোগিতা বাড়াতে মান নিয়ন্ত্রণ, প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সার্টিফিকেশনের ক্ষেত্রে কী ধরনের উদ্যোগ প্রয়োজন?

মোসলেহ্ উদ্দীন আহমেদ: আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অর্জনের জন্য এসএমই উদ্যোক্তাদের পণ্যের গুণগত মান, উৎপাদন প্রযুক্তি, দক্ষতা এবং আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন, ক্রেতাদের আস্থা অর্জন এবং আমাদের তৈরি পণ্যের ব্র্যান্ড ভ্যালু বাড়াতে হলে মান নিয়ন্ত্রণ, প্রযুক্তি ও সার্টিফিকেশনের ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যয় কমানো, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং পণ্যের মান উন্নয়ন করা সম্ভব। পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের জন্য মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, গবেষণা ও উন্নয়ন, প্যাকেজিং, ব্র্যান্ডিং এবং আন্তর্জাতিক বাজার সংযোগ তৈরিতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

সমকাল: এলডিসি থেকে উত্তরণের পর বৈশ্বিক বাজারে টিকে থাকতে এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য কী ধরনের প্রস্তুতি ও সহায়তা সবচেয়ে জরুরি বলে আপনি মনে করেন?

মোসলেহ্ উদ্দীন আহমেদ: এলডিসি থেকে উত্তরণের পর বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগিতা আরও বৃদ্ধি পাবে। এলডিসি থেকে উত্তরণের পর আমরা বৈশ্বিক বাজারে বর্তমানে যে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাচ্ছি, তা ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হয়ে আসবে। বড় রপ্তানিকারকদের পাশাপাশি আমাদের এসএমই খাতের ওপরও এর সরাসরি প্রভাব পড়বে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এসএমই উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তি নির্ভরতা বৃদ্ধি, উৎপাদন দক্ষতা উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখা এবং বাজার বৈচিত্র্যকরণের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়ন, ডিজিটাল সক্ষমতা বৃদ্ধি, আধুনিক অর্থায়ন ব্যবস্থা, রপ্তানি সহায়তা এবং শক্তিশালী ব্যবসায়িক ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা জরুরি। একটি শক্তিশালী, প্রযুক্তিনির্ভর ও প্রতিযোগিতামূলক এসএমই খাতই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক রূপান্তরের অন্যতম ভিত্তি হবে। শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক উদ্যোক্তাদের পাশে থেকে অর্থায়ন, পরামর্শ ও আধুনিক ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে টেকসই ব্যবসায়িক উন্নয়নে সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে। এলডিসি থেকে উত্তরণকে আমরা কোনো সংকট হিসেবে দেখি না, বরং আমাদের সক্ষমতা প্রমাণের একটি বিশাল সুযোগ বলে মনে করি। শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক আমাদের দেশের এসএমই উদ্যোক্তাদের এই আপৎকালীন প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কৌশলগত সহায়তা দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের উদ্যোক্তাদের সহজাত সৃজনশীলতা, সঠিক সরকারি নীতি এবং ব্যাংকিং খাতের আধুনিক অর্থায়ন সুবিধার মেলবন্ধনে বাংলাদেশ এলডিসি-পরবর্তী বৈশ্বিক বাজারেও বিজয়ী হিসেবে টিকে থাকবে।

সমকাল

28 JUN 2026

নওগাঁর আম রপ্তানি শুরু যুক্তরাষ্ট্রে

■ নওগাঁ প্রতিনিধি

আমের বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে পরিচিত নওগাঁর সাপাহারের সুস্বাদু আম এবার দেশের গণ্ডি পেরিয়ে পৌঁছেছে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে। গত শুক্রবার গ্রামীণ কৃষক এগ্রো নামে একটি প্রতিষ্ঠান তাদের 'গোল্ডেন বেঙ্গল ম্যাঙ্গো' ব্র্যান্ডের অধীনে প্রাথমিকভাবে এক টন আম্রপালি আম যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করেছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এটি নওগাঁর আমের আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ কৃষক এগ্রো জানায়, আন্তর্জাতিক রপ্তানি মান বজায় রাখতে প্রতিটি আম প্রথমে ভেপার হিট ট্রিটমেন্ট (ভিএইচটি) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত করা হয়। পরে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে আধুনিক পদ্ধতিতে প্যাকেজিং করা হয়। সবশেষে বাংলাদেশ উদ্ভিদ সংগনিরোধ কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট পরিদর্শন সংস্থার অনুমোদনের পর চালানটি রপ্তানির জন্য প্রস্তুত করা হয়।

প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রাথমিক চুক্তি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে মোট ১০ টন আম রপ্তানি করা হবে। পাশাপাশি জার্মানি, ফ্রান্সসহ ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশে আম পাঠানোর প্রক্রিয়াও চলমান।

গ্রামীণ কৃষক এগ্রোর স্বত্বাধিকারী আহমদ আলী বলেন, 'এটি শুধু একটি আমের চালান নয়; এটি বাংলাদেশের কৃষকের পরিশ্রম, সম্ভাবনা ও বিশ্ববাজারে আমাদের সক্ষমতার প্রতীক।'

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

28 JUN 2026

ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য

ব্রাজিল

৫ বছরে রপ্তানি বেড়েছে ১১৩%

ব্রাজিলের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শীর্ষ রপ্তানি পণ্যসমূহ

তৈরি পোশাক, কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্য, চামড়া ও জুতা এবং হোম টেক্সটাইল।

আর্জেন্টিনা

৫ বছরে রপ্তানি বেড়েছে ২১৫%

আর্জেন্টিনার বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে।

ব্রাজিলের সঙ্গে বিগত ৫ অর্থবছরের আমদানি ও রপ্তানির তুলনা (কোটি ডলারে)

আর্জেন্টিনার সঙ্গে বিগত ৫ অর্থবছরের আমদানি ও রপ্তানির তুলনা (কোটি ডলারে)

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক ও ইপিবি

আর্জেন্টিনার চেয়ে ব্রাজিল এগিয়ে

বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য

আর্জেন্টিনার চেয়ে ব্রাজিলের বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের চাহিদা ও রপ্তানি বেশি। ব্রাজিল থেকে বাংলাদেশে পণ্য আমদানিও বেশি হয়।

শফিকুল ইসলাম, *ঢাকা*

দেশে ফুটবল সমর্থকদের মধ্যে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার জনপ্রিয়তা কাছাকাছি। তবে বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে অনেকটা এগিয়ে ব্রাজিল। আর্জেন্টিনার চেয়ে ব্রাজিলে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি আট গুণের বেশি, অর্থাৎ আর্জেন্টিনার চেয়ে ব্রাজিলের বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের চাহিদা ও রপ্তানি বেশি। ব্রাজিল থেকে বাংলাদেশে পণ্য আমদানিও বেশি হয়।

অবশ্য পরিমাণের দিক থেকে পিছিয়ে থাকলেও বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি প্রবৃদ্ধির দিক থেকে আর্জেন্টিনা এগিয়ে রয়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুসারে, গত পাঁচ বছরে ব্রাজিলে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি বেড়েছে প্রায় ১১৩ শতাংশ বা দ্বিগুণের বেশি। তার বিপরীতে আর্জেন্টিনায় রপ্তানি বৃদ্ধির হার ছিল সোয়া তিন গুণ বা ২১৫ শতাংশ।

মূলত তৈরি পোশাক, কাঁচা পাট ও পাটপণ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, ওষুধশিল্পের মতো খাতের ওপর ভর করেই লাতিন আমেরিকার এই দুই দেশের বাজারে নিজেদের শক্ত অবস্থান তৈরি করছে বাংলাদেশ।

ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে ব্রাজিলে ১৮ কোটি ৭৩ লাখ মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছিল। একই সময়ে আর্জেন্টিনায় রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২ কোটি ১৬ লাখ ডলারের, অর্থাৎ ব্রাজিলের চেয়ে আর্জেন্টিনা থেকে রপ্তানি আয়ের ব্যবধান প্রায় সাড়ে আট গুণের বেশি।

কোন কোন পণ্য রপ্তানি হয়

লাতিন আমেরিকার এই দুই দেশে বাংলাদেশের রপ্তানির সিংহভাগজুড়ে আছে তৈরি পোশাক। তবে আর্জেন্টিনার তুলনায় ব্রাজিলের বাজার শুধু আকারেই বড় নয়, সেখানে বাংলাদেশি ...

- গত পাঁচ বছরে ব্রাজিলে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি বেড়েছে দ্বিগুণের বেশি। তার বিপরীতে আর্জেন্টিনায় রপ্তানি বেড়েছে সোয়া তিন গুণ।
- দুই দেশে প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাক, কাঁচা পাট ও পাটপণ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, ওষুধ।
- বাংলাদেশে পণ্য আমদানির শীর্ষ ২০টি দেশের তালিকায় ষষ্ঠ অবস্থানে ব্রাজিল। আর্জেন্টিনা রয়েছে ১৭তম অবস্থানে।

চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও জুতা; ৮ লাখ ডলারের হোম টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এ ছাড়া কৃষিপণ্য, ওষুধ, তামাক, খেলনা, চীনামাটির তৈজসপত্র, লোহা ও স্টিলের তৈরি রান্নার সামগ্রীও ছিল রপ্তানির তালিকায়।

অন্যদিকে একই অর্থবছরে আর্জেন্টিনায় বাংলাদেশের মোট রপ্তানির প্রায় ৮৫ শতাংশ এসেছে তৈরি পোশাক খাত থেকে। পাশাপাশি ২০ লাখ ডলারের চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও জুতা; আড়াই লাখ ডলারের পাটজাত পণ্য ও ৪০ হাজার ডলারের হোম টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এ ছাড়া খেলনা গাড়ি, প্লাস্টিক ও চীনামাটির তৈজসপত্র প্রভৃতিও রপ্তানি হয় দেশটিতে।

আমদানিতেও এগিয়ে ব্রাজিল

বাংলাদেশের পণ্য আমদানির ক্ষেত্রেও আর্জেন্টিনার চেয়ে ব্রাজিলের আধিপত্য বেশি। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, গত পাঁচ বছরে ব্রাজিল থেকে পণ্য আমদানি ৫২ শতাংশ বেড়েছে। আর আর্জেন্টিনা থেকে আমদানি বেড়েছে মাত্র ২০ শতাংশ।

গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ব্রাজিল থেকে বাংলাদেশে ২৬৩ কোটি ৮০ লাখ ডলারের পণ্য ...

২০২০-২১ অর্থবছরে ব্রাজিল থেকে প্রায় ১৭৪ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করে বাংলাদেশ, যা গত অর্থবছরে বেড়ে প্রায় ২৬৪ কোটি ডলারে পৌঁছেছে। এর মধ্যে প্রায় প্রতিবছরই ব্রাজিল থেকে বাংলাদেশের আমদানি বেড়েছে। তবে আর্জেন্টিনা থেকে বাংলাদেশের আমদানি ওঠানামার মধ্য দিয়ে গেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে আর্জেন্টিনা থেকে ৬২ কোটির ডলারের বেশি পণ্য আমদানি হয়েছিল, গত অর্থবছরে যা ৭৮ কোটি ছাড়িয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যে দেখা যায়, বাংলাদেশে পণ্য আমদানির শীর্ষ ২০টি দেশের তালিকায় ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে ব্রাজিল। মোট পণ্য আমদানির প্রায় ৪ শতাংশ হয় দেশটি থেকে। অন্যদিকে লাতিন আমেরিকার আরেক দেশ আর্জেন্টিনা এই তালিকায় রয়েছে ১৭তম অবস্থানে। আমদানিতে শীর্ষ ২০টি দেশের মধ্যে আর্জেন্টিনার পরে রয়েছে থাইল্যান্ড, কানাডা ও পাকিস্তান।

কোন পণ্য আমদানি হয়

আর্জেন্টিনা থেকে আমদানি করা পণ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আসে সয়াবিন ও সূর্যমুখীর মতো ভোজ্যতেল, ডালটা ও ঘির মতো প্রাণিজ চর্বিজাত পণ্য, মোম প্রভৃতি। দেশটি থেকে পণ্য আমদানিতে মোট ব্যয়ের ৭১ শতাংশই যায় এসব পণ্য কিনতে। আর্জেন্টিনা থেকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আমদানি পণ্য হলো গম, ভুট্টার মতো খাদ্যশস্য।

আর্জেন্টিনা থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে খইল বা সয়াবিন মিলের মতো খাদ্য বর্জ্যও আমদানি হয়। এগুলো মূলত গবাদিপশু ও মাছের খাদ্য তৈরির প্রধান কাঁচামাল হিসেবে আসে। এ ছাড়া দেশটি থেকে সয়াবিন, সূর্যমুখীর মতো বিভিন্ন তেলবীজ; তুলা; বিভিন্ন শিল্প পণ্যের রাসায়নিক (কাঁচামাল হিসেবে), কাঁচা ও প্রক্রিয়াজাত চামড়া, রং, বার্নিশ, ছাপার কালি প্রভৃতি আমদানি হয়।

অন্যদিকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ব্রাজিল থেকে আমদানি পণ্যের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে চিনি ও চিনিজাতীয় খাবার। মোট আমদানির ৩২ শতাংশই এসেছে এই খাত থেকে। তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে তুলা। দেশের তৈরি পোশাক ও বস্ত্রশিল্পের সুতা তৈরির জন্য ব্রাজিল থেকে তুলা আমদানি হয়, যা দেশটি থেকে মোট আমদানির ২৭ শতাংশ।

পাশাপাশি ব্রাজিল থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ...

■ রপ্তানি ■ আমদানি ■ রপ্তানি ■ আমদানি

আর্জেন্টিনার চেয়ে ব্রাজিল এগিয়ে

বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য

আর্জেন্টিনার চেয়ে ব্রাজিলের বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের চাহিদা ও রপ্তানি বেশি। ব্রাজিল থেকে বাংলাদেশে পণ্য আমদানিও বেশি হয়।

শফিকুল ইসলাম, *ঢাকা*

দেশে ফুটবল সমর্থকদের মধ্যে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার জনপ্রিয়তা কাছাকাছি। তবে বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে অনেকটা এগিয়ে ব্রাজিল। আর্জেন্টিনার চেয়ে ব্রাজিলে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি আট গুণের বেশি, অর্থাৎ আর্জেন্টিনার চেয়ে ব্রাজিলের বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের চাহিদা ও রপ্তানি বেশি। ব্রাজিল থেকে বাংলাদেশে পণ্য আমদানিও বেশি হয়।

অবশ্য পরিমাণের দিক থেকে পিছিয়ে থাকলেও বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি প্রবৃদ্ধির দিক থেকে আর্জেন্টিনা এগিয়ে রয়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুসারে, গত পাঁচ বছরে ব্রাজিলে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি বেড়েছে প্রায় ১১৩ শতাংশ বা দ্বিগুণের বেশি। তার বিপরীতে আর্জেন্টিনায় রপ্তানি বৃদ্ধির হার ছিল সোয়া তিন গুণ বা ২১৫ শতাংশ।

মূলত তৈরি পোশাক, কাঁচা পাট ও পাটপণ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, ওষুধশিল্পের মতো খাতের ওপর ভর করেই লাতিন আমেরিকার এই দুই দেশের বাজারে নিজেদের শক্ত অবস্থান তৈরি করছে বাংলাদেশ।

ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে ব্রাজিলে ১৮ কোটি ৭৩ লাখ মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছিল। একই সময়ে আর্জেন্টিনায় রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২ কোটি ১৬ লাখ ডলারের, অর্থাৎ ব্রাজিলের চেয়ে আর্জেন্টিনা থেকে রপ্তানি আয়ের ব্যবধান প্রায় সাড়ে আট গুণের বেশি।

কোন কোন পণ্য রপ্তানি হয়

লাতিন আমেরিকার এই দুই দেশে বাংলাদেশের রপ্তানির সিংহভাগজুড়ে আছে তৈরি পোশাক। তবে আর্জেন্টিনার তুলনায় ব্রাজিলের বাজার শুধু আকারেই বড় নয়, সেখানে বাংলাদেশি পণ্যের বৈচিত্র্যও বেশি। সর্বশেষ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ব্রাজিলে বাংলাদেশের মোট রপ্তানির প্রায় ৯০ শতাংশই এসেছে নিট ও ওভেন পোশাক খাত থেকে। পাশাপাশি দেশটিতে ৭৬ লাখ ডলারের কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্য; ৩৩ লাখ ডলারের চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও জুতা; ৮ লাখ ডলারের হোম টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এ ছাড়া কৃষিপণ্য, ওষুধ, তামাক, খেলনা, চীনামাটির তৈজসপত্র, লোহা ও স্টিলের তৈরি রান্নার সামগ্রীও ছিল রপ্তানির তালিকায়।

- ▶ গত পাঁচ বছরে ব্রাজিলে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি বেড়েছে দ্বিগুণের বেশি। তার বিপরীতে আর্জেন্টিনায় রপ্তানি বেড়েছে সোয়া তিন গুণ।
- ▶ দুই দেশে প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাক, কাঁচা পাট ও পাটপণ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, ওষুধ।
- ▶ বাংলাদেশে পণ্য আমদানির শীর্ষ ২০টি দেশের তালিকায় ষষ্ঠ অবস্থানে ব্রাজিল। আর্জেন্টিনা রয়েছে ১৭তম অবস্থানে।

অন্যদিকে একই অর্থবছরে আর্জেন্টিনায় বাংলাদেশের মোট রপ্তানির প্রায় ৮৫ শতাংশ এসেছে তৈরি পোশাক খাত থেকে। পাশাপাশি ২০ লাখ ডলারের চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও জুতা; আড়াই লাখ ডলারের পাটজাত পণ্য ও ৪০ হাজার ডলারের হোম টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এ ছাড়া খেলনা গাড়ি, প্লাস্টিক ও চীনামাটির তৈজসপত্র প্রভৃতিও রপ্তানি হয় দেশটিতে।

আমদানিতেও এগিয়ে ব্রাজিল

বাংলাদেশের পণ্য আমদানির ক্ষেত্রেও আর্জেন্টিনার চেয়ে ব্রাজিলের আধিপত্য বেশি। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, গত পাঁচ বছরে ব্রাজিল থেকে পণ্য আমদানি ৫২ শতাংশ বেড়েছে। আর আর্জেন্টিনা থেকে আমদানি বেড়েছে মাত্র ২০ শতাংশ।

গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ব্রাজিল থেকে বাংলাদেশে ২৬৩ কোটি ৮০ লাখ ডলারের পণ্য আমদানি হয়েছিল। একই সময়ে আর্জেন্টিনা থেকে আমদানি হয়েছে মাত্র ৭৮ কোটি ৪৭ লাখ ডলারের পণ্য, অর্থাৎ সর্বশেষ অর্থবছরে আর্জেন্টিনার তুলনায় ব্রাজিল থেকে প্রায় সাড়ে তিন গুণ বেশি পণ্য আমদানি করেছে বাংলাদেশ।

পাঁচ অর্থবছরের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০২০-২১ অর্থবছরে ব্রাজিল থেকে প্রায় ১৭৪ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করে বাংলাদেশ, যা গত অর্থবছরে বেড়ে প্রায় ২৬৪ কোটি ডলারে পৌঁছেছে। এর মধ্যে প্রায় প্রতিবছরই ব্রাজিল থেকে বাংলাদেশের আমদানি বেড়েছে। তবে আর্জেন্টিনা থেকে বাংলাদেশের আমদানি ওঠানামার মধ্য দিয়ে গেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে আর্জেন্টিনা থেকে ৬২ কোটির ডলারের বেশি পণ্য আমদানি হয়েছিল, গত অর্থবছরে যা ৭৮ কোটি ছাড়িয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যে দেখা যায়, বাংলাদেশে পণ্য আমদানির শীর্ষ ২০টি দেশের তালিকায় ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে ব্রাজিল। মোট পণ্য আমদানির প্রায় ৪ শতাংশ হয় দেশটি থেকে। অন্যদিকে লাতিন আমেরিকার আরেক দেশ আর্জেন্টিনা এই তালিকায় রয়েছে ১৭তম অবস্থানে। আমদানিতে শীর্ষ ২০টি দেশের মধ্যে আর্জেন্টিনার পরে রয়েছে থাইল্যান্ড, কানাডা ও পাকিস্তান।

কোন পণ্য আমদানি হয়

আর্জেন্টিনা থেকে আমদানি করা পণ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আসে সয়াবিন ও সূর্যমুখীর মতো ভোজ্যতেল, ডালটা ও ঘির মতো প্রাণিজ চর্বিজাত পণ্য, মোম প্রভৃতি। দেশটি থেকে পণ্য আমদানিতে মোট ব্যয়ের ৭১ শতাংশই যায় এসব পণ্য কিনতে। আর্জেন্টিনা থেকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আমদানি পণ্য হলো গম, ভুট্টার মতো খাদ্যশস্য।

আর্জেন্টিনা থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে খইল বা সয়াবিন মিলের মতো খাদ্য বর্জ্যও আমদানি হয়। এগুলো মূলত গবাদিপশু ও মাছের খাদ্য তৈরির প্রধান কাঁচামাল হিসেবে আসে। এ ছাড়া দেশটি থেকে সয়াবিন, সূর্যমুখীর মতো বিভিন্ন তেলবীজ; তুলা; বিভিন্ন শিল্প পণ্যের রাসায়নিক (কাঁচামাল হিসেবে), কাঁচা ও প্রক্রিয়াজাত চামড়া, রং, বার্নিশ, ছাপার কালি প্রভৃতি আমদানি হয়।

অন্যদিকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ব্রাজিল থেকে আমদানি পণ্যের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে চিনি ও চিনিজাতীয় খাবার। মোট আমদানির ৩২ শতাংশই এসেছে এই খাত থেকে। তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে তুলা। দেশের তৈরি পোশাক ও বস্ত্রশিল্পের সুতা তৈরির জন্য ব্রাজিল থেকে তুলা আমদানি হয়, যা দেশটি থেকে মোট আমদানির ২৭ শতাংশ।

পাশাপাশি ব্রাজিল থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে তেলবীজ, গম, ভুট্টা, ভোজ্যতেল, লোহা ও ইস্পাত, ওষুধ, কাঁচা ও প্রক্রিয়াজাত চামড়া, পশুখাদ্য, কাঠের মণ্ড, লবণ, সালফার, পাথর, চুন ও সিমেন্ট, কাগজ দিয়ে তৈরি বিভিন্ন উপকরণ, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের রিঅ্যাক্টর, কারখানার বয়লার প্রভৃতি আমদানি করা হয়।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বণিক বার্তা

28 JUN 2026

বিজিএমইএর অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রী

স্বল্পমেয়াদে কোনো খাতই তৈরি পোশাক শিল্পের সমপর্যায়ে পৌঁছাতে পারবে না

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশের মোট রফতানি আয়ের প্রায় ৮৫ শতাংশ আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে। তাই স্বল্পমেয়াদে অন্য কোনো খাতই এ শিল্পের সমপর্যায়ে পৌঁছাতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। একই সঙ্গে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় খাতটির অবস্থান আরো শক্তিশালী করতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা, শিল্প-একাডেমিয়া অংশীদারত্ব এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন তিনি।

রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে গতকাল 'ইন্ডাস্ট্রি প্লেসমেন্ট, রিক্রুটমেন্ট অ্যান্ড ট্যালেন্ট ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন বাণিজ্যমন্ত্রী। বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) 'এবং এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনের (এইউডব্লিউ) এইচএসবিসি-এইউডব্লিউ স্কুল অব অ্যাপারেলের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, 'দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, শিল্পায়ন সম্প্রসারণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং রফতানি সক্ষমতা শক্তিশালী করতে সরকার ব্যবসা শুরু, লাইসেন্স প্রদান, বন্দর ব্যবস্থাপনা ও জ্বালানি খাতে দ্রুতগতির সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, কোম্পানি নিবন্ধনের ১৪ দিনের মধ্যেই উদ্যোক্তারা আমদানি নিবন্ধন সনদসহ (আইআরসি) প্রয়োজনীয় প্রাথমিক অনুমোদন পাবেন, যাতে দ্রুত যন্ত্রপাতি আমদানি ও শিল্প স্থাপন সম্ভব হয়।'

তিনি জানান, বিভিন্ন সংস্থার পৃথক পরিদর্শনের পরিবর্তে সমন্বিত পরিদর্শন ব্যবস্থা চালু করা হবে। পাশাপাশি ট্রেড লাইসেন্স, কোম্পানি নিবন্ধন, শেয়ার হস্তান্তর ও কোম্পানি বিলুপ্তিসহ সব সেবা ওয়ান-স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে অনলাইনে দেয়া হবে। এ ক্ষেত্রে সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার সফল মডেল অনুসরণ করা হচ্ছে।

বন্দর ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, 'আন্তর্জাতিক অপারেটরদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে কার্গো পরিচালনায় দক্ষতা বাড়বে, জাহাজের অপেক্ষার সময় ও পরিবহন ব্যয় কমবে। ফলে রফতানিকারক ও আমদানিকারকরা বৈশ্বিক বাজারে আরো প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে যেতে পারবেন।'

জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে আরো একটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (এফএসআরইউ) স্থাপনের পরিকল্পনার কথাও জানান বাণিজ্যমন্ত্রী। এর মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডে অতিরিক্ত ৫৫০-৬০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস যুক্ত হবে।

উত্তরায় বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে গতকাল এক অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির ছবি : বিজিএমইএ

দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রসঙ্গে বাণিজ্যমন্ত্রী বিজিএমইএ ও এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনের যৌথ উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনের উপাচার্য ড. রুবানা হক পোশাক শিল্পে নারীদের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বিজিএমইএর সদস্য কারখানাগুলোকে পোশাক খাতের নারী কর্মীদের এইউডব্লিউর 'মাস্টার অব সায়েন্স ইন অ্যাপারেল অ্যান্ড রিটেইল ম্যানেজমেন্ট' প্রোগ্রামে স্পন্সর করার আহ্বান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, 'বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় তৈরি পোশাক শিল্পের সক্ষমতা বাড়াতে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন অপরিহার্য। এ লক্ষ্যেই এইউডব্লিউর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।' তিনি সদস্য কারখানাগুলোকে নারী কর্মীদের উচ্চশিক্ষায় স্পন্সরশিপ কর্মসূচিতে অংশ নেয়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য দেন এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনের প্রতিষ্ঠাতা কামাল আহমেদ; ইয়াংওয়ান করপোরেশনের চেয়ারম্যান কিহাক সাং; এইচএসবিসি বাংলাদেশের হেড অব সাসটেইনেবিলিটি সৈয়দা আফজালুন নেসা এবং বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি কুতুবউদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানে বিজিএমইএর প্রথম সহসভাপতি সেলিম রহমান, জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ইনামুল হক খান, সহসভাপতি মো. রেজোয়ান সেলিম, সহসভাপতি (অর্থ) মিজানুর রহমান, সহসভাপতি মো. শিহাব উদ্দোজা চৌধুরীসহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান, দেশী-বিদেশী ব্র্যান্ডের প্রতিনিধি, পোশাক উদ্যোক্তা ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।